জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
National Resources and Economic System

ইউনিট ১১

ভূমিকা : প্রত্যেক সমাজ এবং দেশের কিছু না কিছু জাতীয় সম্পদ রয়েছে। এ জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত দেশের জাতীয় আয় সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি অনুযায়ী এ জাতীয় আয় দেশের সকল জনগণের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জিত হয়। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র এবং ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ বণ্টন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হয়। ধনতান্ত্রিক (পুঁজিবাদী) অর্থনীতিতে বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, সমাজতান্ত্রিক বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারের দর্শন বা নীতি অনুযায়ী, মিশ্র অর্থনীতিতে বাজারের চাহিদা যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সরকারের আংশিক হস্তক্ষেপ স্বীকৃত। আবার, ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ, হালাল ও হারামের পার্থক্যকরণ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের ন্যায় বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১১.১: জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ের বণ্টন
পাঠ ১১.২: জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ
পাঠ ১১.৩: বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন
পাঠ ১১.৪: বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পাঠ-১১.১ জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ের বন্টন
National Resources and Distribution of National Income

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতীয় সম্পদের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- জাতীয় আয়ের উৎপত্তির ভিত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জাতীয় আয়ের বণ্টন কাদের মাঝে কীভাবে হবে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনৈতিক দ্রব্য, জাতীয় সম্পদ, জাতীয় আয়, খাজনা, মজুরি, সুদ মুনাফা।

অর্থনীতিতে 'সম্পদ' ধারণাটি শুধুমাত্র ধন-সম্পত্তি বা টাকা পয়সাকে বোঝায় না। শুধুমাত্র 'অর্থনৈতিক দ্রব্য'কে[*১] সম্পদ বলে। অর্থাৎ যে সব বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের উপযোগ[*২] আছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান সীমাবদ্ধ[*৩] এবং উক্ত দ্রব্য হস্তান্তরযোগ্য[*৪] ও বাহ্যিকতা[*৫] বিদ্যমান, সেগুলোকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সম্পদ বলে। এছাড়া সম্পদের বিনিময় মূল্যও বিদ্যমান।

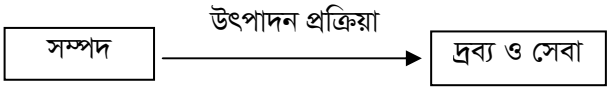

জাতীয় সম্পদ (National Wealth)

জাতীয় সম্পদের ধারণাটি ব্যাপক। এক্ষেত্রে প্রথমেই দেশপ্রেম, দেশের জনগণের কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ এসব গুণাবলির সমন্বিত জাতিগত গুণাবলিকে নির্দেশ করে। এরূপ জাতি কখনো দরিদ্র থাকলেও পরবর্তীতে উন্নত জাতিতে পরিণত হতে পারে। বিশ্বসভায় অন্যান্য দেশও এরূপ জাতিকে অত্যন্ত সম্মান করে, ভালোবাসে। জাতিগত গুণাবলির সাথে উন্নত 'মানব সম্পদ'ও (Human Resources) এক প্রকার জাতীয় সম্পদ। মানব সম্পদ বলতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সুপ্রশিক্ষিত কর্মঠ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানব সম্পদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

যেকোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন— প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, খনিজতেল, শক্তিসম্পদ, পানি সম্পদ, বনজ ও মৎস্য সম্পদ প্রভৃতিও জাতীয় সম্পদ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শক্তিশালী জননিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীও জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। এসকল বাহিনীর রুটিন কার্যক্রমের ফলে উৎপাদক, ভোক্তা এবং ব্যবসায়ী অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রাণবন্ত বা সজীব থাকে।

অতএব, দেশের সকল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের সর্বমোট পরিমাণকে জাতীয় সম্পদ বলে। এ সম্পদ হিসেবের সময় সরকারি ঋণ ও বিদেশের নিকট দেনা বাদ দিতে হয় ও বিদেশের নিকট পাওনা হিসাবের মধ্যে গণ্য করা হয়। যেমন— রাষ্ট্রীয় ঋণ, রাষ্ট্রীয় পাওনা, জনগণের সুনাম, নৈপুণ্য, দক্ষতা, স্বদেশ বা বিদেশের মালিকানাধীন সম্পদ।

---

*১. **অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods) :** স্বল্প সম্পদ হতে যে স্বল্প দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় এবং চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের যোগান স্বল্প তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে।

*২. **উপযোগ (Utility):** দ্রব্যের একটা বিশেষ গুণ যা ভোক্তার কোনো বিশেষ অভাব পূরণ করতে পারে।

*৩. **অপ্রাচুর্য/সীমাবদ্ধ যোগান (Scarcity) :** যে সব দ্রব-সামগ্রী বা সেবার যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প বা নগন্য।

*৪. **হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability) :** বই, কলম, জমির মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য, তাই এগুলো সম্পদ। কিন্তু লেখক, শিল্পী, অধ্যাপকের প্রতিভা হস্তান্তরযোগ্য নয়।

*৫. **বাহ্যিকতা (Externality) :** মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণের অন্তর্ভুক্ত নয়, বাহ্যিক অস্তিত্ব রয়েছে, এরূপ দ্রব্য সম্পদ। যেমন বাড়ি, গাড়ি সম্পদ। প্রতিভা, চরিত্র, স্নেহ-মমতা সম্পদ নয়।

জাতীয় আয় (National Income)

অর্থনীতিতে 'জাতীয় আয়' ধারণাটি একটি বৃহৎ বা প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ বা অঞ্চলে সকল ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সম্মিলিত উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে। ইহা রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী (Employees), মালিক উদ্যোক্তা (Proprietors), প্রতিষ্ঠান (Corporate) এর আয়, ভাড়া, খাজনা ও সুদ এবং সরকারি আয়ের সমষ্টি হতে সরকারি ভর্তুকি বাবৎ প্রদেয় অর্থ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট আয়কে বোঝায়।

অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদকে ব্যবহার করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে। অর্থনীতিতে n পর্যন্ত খাত বিদ্যমান থাকলে, চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা যদি $X_1, X_2, X_3 \ldots X_n$ হয় এবং এদের বাজার দাম যদি যথাক্রমে $P_1, P_2, P_3 \ldots P_n$ হয়। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় (NI) = $Y = X_1P_1 + X_2P_2 + \ldots + X_nP_n$

সুনির্দিষ্টভাবে, জাতীয় আয় বলতে দেশীয় নাগরিক কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য এবং দেশের বাইরে থেকে প্রবাসীদের আয় হতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় বাদ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে জাতীয় আয় বলে।

জাতীয় আয়ের বণ্টন

জাতীয় আয় হল উৎপাদনের উপকরণসমূহের যৌথ প্রচেষ্টার ফল। যে নীতির মাধ্যমে জাতীয় আয় সৃষ্টিকারী উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) মালিকদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা বণ্টন করে দেয়া হয়, তাকে জাতীয় আয়ের বণ্টন বলা হয়। নিম্নে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে ধারণাটি স্পষ্ট করা হল :

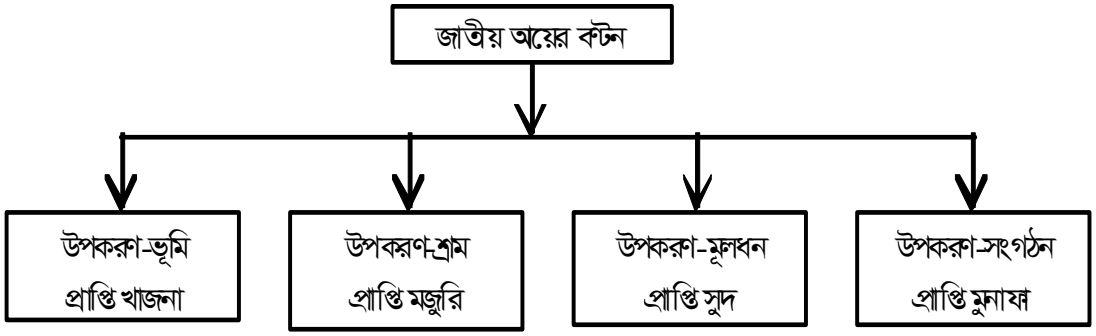

খাজনা

খাজনা বলতে আমরা বুঝি— কোনো নির্দিষ্ট জমি, বাড়ি বা উৎপাদনে ব্যবহৃত যে কোনো উপকরণ (যার যোগান সীমিত) ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী তার মালিককে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, তাই খাজনা।

খাজনার বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞার আলোকে খাজনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল :

১. খাজনা হল উৎপাদকের উদ্বৃত্তের অংশ।

২. যে কোনো উপকরণের সীমাবদ্ধতা হতেই খাজনার উদ্ভব হয়।

৩. উপকরণের অবস্থানগত গুরুত্ব এবং উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার পার্থক্য ঘটে।

৪. একই জমি ক্রমাগত চাষের ফলে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে চাষী জমির মালিককে খাজনা দিয়ে থাকে।

মজুরি

মজুরি হলো শ্রমিকের শ্রমের দাম। শ্রমের বিনিময়ে মালিক শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক প্রদান করে, তা হলো মজুরি।

স্বাধীনভাবে বা চুক্তির অধীনে উৎপাদন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক তার দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগকারীর নিকট থেকে যে পারিশ্রমিক লাভ করে, তাকে মজুরি বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞার আলোকে মজুরির বৈশিষ্ট্য হলো :

১. মজুরি হলো শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক শ্রমের পুরস্কার।

২. এটি সময়ভিত্তিক বা কর্মভিত্তিক, চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

৩. সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মজুরির হারেও পরিবর্তন আসে।

সুদ

সুদ হলো মূলধন বা ঋণ ব্যবহারের মূল্য। ঋণগ্রহীতা মূলধন বা ঋণ ব্যবহারের জন্য ঋণদাতাকে যে মূল্য প্রদান করে, তাকে সুদ বলে। বিশদভাবে বললে— মূলধন ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ান্তে মূলধনের মালিককে স্থিরকৃত হারে আসলের অতিরিক্ত যে অর্থ বা দাম দেয়, তাকে অর্থনীতিতে সুদ বলা হয়।

মুনাফা

সংগঠক বা উদ্যোক্তার ব্যবসায় পরিচালনার পারিশ্রমিক বা বিনিময় মূল্য হলো মুনাফা। উদ্যোক্তা তার দক্ষতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে বলেই সে মুনাফা অর্জন করে।

উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। আবার এ জাতীয় আয়ে প্রত্যেকটি উপাদানের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের প্রাপ্য অংশ (খাজনা, মজুরি, সুদ, ও মুনাফা আকারে) বণ্টন করে দেয়া হয়।

এছাড়া জাতীয় আয় সামগ্রিক অর্থনীতিতে—ভোগ (C) বিনিয়োগ (I) এবং সরকারি ব্যয়ের (G) মাধ্যমেও বণ্টিত হয়। সরকারি ব্যয় উন্নয়ণমূলক খাতে এবং অনুন্নয়নমূলক (রাজস্ব) খাতে ব্যয় হয়।

এছাড়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আমদানি ব্যয় নির্বাহেও সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে। এভাবে জাতীয় আয় বণ্টিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক. জাতীয় সম্পদের ধারণা বুঝিয়ে লিখুন। খ. জাতীয় আয় কীভাবে বণ্টিত হয়—বুঝিয়ে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সম্পদ বলে। চাহিদার তুলনায় যে দ্রব্যের যোগান স্বল্প তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে।
- কোনো আর্থিক বছরে (১২ মাস) কোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদকে ব্যবহার করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে।
- জাতীয় আয় সৃষ্টিকারী উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমুহের (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) মালিকদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা বণ্টন করে দেয়াই হলো জাতীয় আয়ের বণ্টন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **অর্থনীতিতে 'সম্পদ' বলতে কোনটিকে বোঝায়?**

(ক) মুক্ত বায়ু (খ) সমুদ্রের পানি

(গ) রাঙামাটির পাহাড় (ঘ) প্রাকৃতিক গ্যাস

২। **প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি?**

i. কয়লা

ii. রাষ্ট্রীয় ঋণ

iii. শক্তি সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৩। **জাতীয় আয় বণ্টনের প্রাপ্য অংশ পাবে—**

i. ভূমি

ii. শ্রম

iii. মুনাফা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.২ জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ
Preservation and Misuse Prevention of National Resources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সম্পদের সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয় রোধ।

জাতীয় সম্পদের গুরুত্ব

সম্পদ হচ্ছে অর্থনৈতিক দ্রব্য-সামগ্রী। এসব দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে ভোক্তা যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তৃপ্তি অনুভব করে তাই হচ্ছে কল্যাণ। সম্পদ হল অভাব পূরণের অন্যতম উপাদান। তবে সকল সম্পদ কল্যাণ বৃদ্ধি করে না। যেমন— বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য (মদ, সিগারেট প্রভৃতি) সম্পদ হলেও তা কল্যাণ না বাড়িয়ে বরং মানুষের ক্ষতি করে। তাই বলা হয়, সম্পদের উপার্জন বা অর্জন এবং ব্যবহার দ্বারা মানবজীবনের কল্যাণ প্রভাবিত হয়।

জাতীয় সম্পদ হলো যেকোনো দেশের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত মোট সম্পদের পরিমাণ। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পদের পাশাপাশি সমষ্টিগত সম্পদ যেমন— বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ (খনিজ, পানি সম্পদ ও শক্তি সম্পদ); রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্ক, হাসপাতাল এর সাথে দেশপ্রেম, জনগণের সুনাম, কারিগরি দক্ষতা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

জাতীয় সম্পদ যেকোনো দেশের উন্নয়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচ্য।

জাতীয় সম্পদে যেদেশ সমৃদ্ধ সে দেশের উন্নয়নকে কেউ বাধাগ্রস্ত করে রাখতে পারবে না। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম শক্তির অন্যতম উৎস।

এগুলো উৎকৃষ্ট জ্বালানি হিসেবেও বিবেচ্য। এছাড়া চুনাপাথর, চীনামাটি, কঠিনশিলা, তামা, লোহাসহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পানি সম্পদও জাতীয় সম্পদ হিসেবে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়াও কৃষিকাজ, নৌচলাচল, মৎস্য চাষ ও পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

এছাড়া, কঠোর পরিশ্রমী জাতি, দেশপ্রেমিক এবং কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধ, শান্তিপ্রিয় এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীর সদস্যদের পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহে উন্নত মানব সম্পদ হিসেবে রপ্তানির সুযোগ লাভ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা যায়।

জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ

অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্য জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ জরুরী। এ লক্ষ্যে জাতিগত উন্নত গুণাবলি অর্জন করা এবং তা ধরে রাখা আবশ্যক। কোনো দেশের মানুষ যদি শান্তিপ্রিয়, কঠোর পরিশ্রমী, সত্যবাদী, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, সেদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন দ্রুত সংঘটিত হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনগণ তথা বিনিয়োগকারী, উক্তদেশকে আদর্শ দেশ হিসেবে স্বীকার করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, উত্তোলন এবং দক্ষ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। প্রাকৃতিক সম্পদ হতেই শিল্পে ব্যবহৃত শক্তি সম্পদ, জ্বালানী এবং শিল্পের কাঁচামাল সংগৃহীত হয়।

এছাড়া, বিভিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থার (সড়ক, রেল, নৌপথ, আকাশপথ) উৎকর্ষ সাধন, উন্নত আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, বিমা) গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিদেশ হতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি হ্রাস

করে, দেশিয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এরফলে বিদেশিদের নিকট পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে দেনার পরিমাণ হ্রাস পাবে। এভাবে উন্নয়ন মনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমেই জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে।

জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধের উপায়

যেকোনো দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন হলো :

দক্ষ মানব সম্পদ গঠনের লক্ষ্যে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। গ্রাম থেকে শহরে, বস্তি, পাহাড়ী জনপদ বা হাওর বিল এলাকা হতে নগর-বন্দরে কোনো শিশু যেন আধুনিক জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। উন্নত শিক্ষা ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যেকোনো কুসংস্কার, গোঁড়ামি হতে মানুষ মুক্ত থাকতে পারে। ব্যক্তিগত উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জাতিগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক গঠনের জন্য মূল্যবোধ, নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জরুরি। এরূপ কোনো নাগরিক দেশিয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অর্থ নিম্নমানের কাজ করে আত্মসাৎ করতে পারে না। উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী যেকোনো নাগরিক রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়, অপব্যবহার রোধ করতে পারে।

প্রাকৃতিক গ্যাসসহ যেকোনো রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর দেশের সকল জনগণের সমান অধিকার রয়েছে। সস্তায় এসকল সম্পদের বেশিরভাগ যেন ধনীক শ্রেণির কল্যাণে ব্যয় না হয়। সকল জাতীয় সম্পদ সর্বাধিক যৌক্তিক ক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া উচিত, যার ফলে বেশিরভাগ জনগণের কল্যাণ অর্জিত হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ, ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার আবশ্যক। বিদ্যমান যেকোনো সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ যাতে বিপন্ন না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এভাবে জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে আপনার সুপারিশ কী কী?

সারসংক্ষেপ

- জাতীয় সম্পদ হলো যেকোনো দেশের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত মোট সম্পদের পরিমাণ। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক দ্রব্য-সামগ্রীর পাশাপাশি দেশজ প্রাকৃতিক সম্পদ, রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্ক, হাসপাতাল, দেশপ্রেম, জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা সুনাম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. উন্নত মানব সম্পদের বৈশিষ্ট্য কোনটি নয়?

(ক) কঠোর পরিশ্রমী জাতি (খ) কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধ

(গ) দেশপ্রেমিক (ঘ) আমদানি নির্ভর জাতি

২. জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করার উপায়—

i. ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এর মাধ্যমে

ii. দেশিয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তাড়াহুড়ো করে শেষ করে

iii. সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বিপন্ন না করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৩ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টন
Distribution of Resources in Different Economic System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন কীভাবে সম্পাদন হয়, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, মিশ্র অর্থব্যবস্থা, ইসলামি অর্থব্যবস্থা।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

যেকোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বণ্টনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। অথবা, প্রত্যেক সমাজ বা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে কেন্দ্র করে নানারূপ সামাজিক ও আইনগত রীতিনীতি গড়ে ওঠে। এ রীতিনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়—

১. সম্পদের মালিকানা নির্ধারণ,
২. উদ্যোক্তা ও ভোক্তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ,
৩. বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতি নিরূপণ,
৪. মুনাফা অর্জনের বিষয়ে নীতি নির্ধারণ,
৫. সমাজে শ্রেণিবিভক্তি বা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ এবং
৬. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য কর্তৃপক্ষ নির্বাচন প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ

পৃথিবীর সকল সমাজেই, সব দেশেই অর্থনীতির মৌল সমস্যাগুলোর প্রকৃতি বা স্বরূপ একই কিন্তু বিভিন্ন সমাজে সম্পদের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সমাধান পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে। এ ভিন্নতা অনুযায়ী পৃথিবীতে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমন :

(ক) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy)
(খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Socialistic Economy)
(গ) মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy) এবং
(ঘ) ইসলামি অর্থব্যবস্থা (Islamic Economy)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যদিয়ে সমগ্র ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এরূপ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ধনতন্ত্র বিকাশের জন্য চারটি শর্তের প্রয়োজন—

(ক) উন্নত যন্ত্রপাতি

(খ) পণ্যের বিস্তৃত বাজার

(গ) কতিপয় লোকের হাতে প্রচুর অর্থ জমা হওয়া এবং

(ঘ) শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য এরূপ একদল শ্রমিক।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান, ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান এর মিথস্ক্রিয়া পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরূপ দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা'।

সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা থাকার কারণে এখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণির উদ্ভব হয় অর্থাৎ এ সমাজে শ্রেণিবিভক্তি বিদ্যমাণ। মুনাফা আহরণকে সামনে রেখে ধনতন্ত্রে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয়। সমাজে শ্রেণিবিভক্তি বিদ্যমান থাকার কারণে অসম আয়ের বণ্টন ঘটে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মান, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া সহ পৃথবীর অনেক দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

বিশ্বের সর্বপ্রথম সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জারতন্ত্রের পতন ও লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়।

সমাজতন্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এরূপ এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই তবে সামাজিক মালিকানা রয়েছে, উৎপাদিত সম্পদ মানুষের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়।

এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদ এবং উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, উপকরণের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে। ব্যক্তিগত মুনাফার আশায় পণ্য উৎপাদিত হয় না। কী এবং কতটুকু উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন ও বণ্টন করা হবে—এসব সিদ্ধান্তের মালিক হলো রাষ্ট্র। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনসহ সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভোক্তার বা ক্রেতার চাহিদাকেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাতে শ্রমিকেরা ভোগ করতে পারে, সে দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমাজের সব সদস্যকে জীবনের সকল সাধারণ ঝুঁকির বিরুদ্ধে আর্থিক নিরাপত্তা দেয়া হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করে বিধায় সুষম উন্নয়ন সাধিত হয়। রাশিয়া, চীন, কিউবা, উত্তর কোরিয়া ও পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রচলিত হয়। তবে বর্তমানে রাশিয়া, চীনসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো বাজার অর্থনীতি প্রচলন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা

যে অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণত এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। কিছু সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় এবং কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন সড়ক পথ নির্মাণ, রেলপথ, সমুদ্র বন্দর, বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, হাসপাতাল, টেলিযোগাযোগ নির্মাণে সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগ অপেক্ষা সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধুনা এরূপ অনেক বৃহৎ উদ্যোগ সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ (Public Private Partnership–PPP) এর মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মিশ্র অর্থনীতিতে পণ্য-দ্রব্যের দাম নির্ধারণে বাজার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয়। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণে বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভূমিকা পালন করে। তবে সরকার রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে দাম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ অর্থব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তি মালিকানা-ব্যক্তি উদ্যোগ স্বীকৃত, তাই মুনাফা অর্জনও স্বীকৃত। মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময়, শ্রম আদালত, শিল্প বিরোধ নিস্পত্তিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরূপ অর্থনীতিতে কখনো অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে সরকার কালোবাজারী, মজুতদারি, সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও বাণিজ্যচক্র মোকাবেলা করে সরাসরি তা নিয়ন্ত্রণে আনে।

ইংল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নরওয়েসহ বর্তমানে অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেও মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বিশুদ্ধ নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র কোনোটিই সমাজের উন্নয়নের জন্য এককভাবে যথেষ্ট নয়। তাই অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেন।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা

ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলতে ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায়-পরায়নতার সাথে সমাজে সম্পদের দক্ষ বরাদ্দ ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। এ অর্থব্যবস্থায় ইসলামি আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ উপস্থিত থাকে এবং অধিকাংশ মানুষ ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী এবং এ বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করে।

ইসলামি অর্থনীতির উৎস হলো চারটি। যেমন— (১) পবিত্র কুরআন, (২) সুন্নাহ বা হাদিস (মহানবীর (স) ২৩ বছরের কথা, কর্ম, অনুমোদন, সম্মতি, অসম্মতি) (৩) ইজমা বা ঐকমত্য (কোনো বিতর্কিত বিষয়ে মুজতাহিদগণ যদি ঐকমত্র্য হন, তখনই তাকে ইজমা বলা হয়।) (৪) কিয়াস (নতুন সমস্যায় পুরাতন সমস্যার সমাধান প্রয়োগ করাকে কিয়াস বলে।)

এ অর্থব্যবস্থায় স্বীকার করা হয় যে, সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, মানুষ তার প্রতিনিধি হিসেবে আমানতদার। সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন, ভোগ, দখলে হালাল ও হারামের বিধান বাস্তবায়ন। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অতি স্বার্থপরতা, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, মজুতদারী, কালোবাজারী, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ অর্থব্যবস্থায় ন্যায়বিচার ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এখানে শ্রমিক শোষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহান রসূল (স)—এর হাদিসে উল্লেখ আছে, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরি পরিশোধ কর।"

ইসলামি অর্থনীতিতে উত্তরাধিকার আইনের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়। পিতার সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের অধিকার স্বীকৃত। এখানে অপচয় ও বিলাসকে সমর্থন করে না।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান থাকে। ভোক্তাদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে সামাজিক উৎপাদন তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন লক্ষ্য করা যায়। এখানে বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে ছোট ছোট উৎপাদনকারীরা ক্রমেই দূর্বল হয়ে পড়ে। তাই এরূপ অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি বৈষম্যের উদ্ভব হয়। সমাজে শক্তিশালী ধনিক শ্রেণি উৎপাদনের বেশিরভাগ সুফল ভোগ করে। মধ্যবর্তী ও দরিদ্র শ্রেণির জনগণ ক্রমান্বয়ে এ সুফল কম ভোগ করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি

শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী সমাজে আয় বন্টন করা হয়। তাই জাতীয় আয় বা সামাজিক উৎপাদন বণ্টনে শ্রমিকদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়। দাম ব্যবস্থা নির্দেশমূলক বা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সম্পদের প্রবাহ-ধনতান্ত্রিক সমাজের মতো একমুখী বা পূঁজিপতির দিকে ধাবিত হয় না। এ কারণে সর্বহারা শ্রেণি এখানে অনুপস্থিত।

রাষ্ট্রের আঞ্চলিক উন্নয়নের মধ্যেও কোনো প্রকার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় না। সব অঞ্চল সমানভাবে গুরুত্ব পায় বিধায় সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পদের সামাজিক ও আঞ্চলিক বণ্টন এক্ষেত্রে সুষম হয়।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ ও সম্পদের মালিকানায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহ অবস্থান বিদ্যমান থাকে তাই বণ্টন ব্যবস্থায়ও উভয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন—

সরকারি উদ্যোগে যে বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য হলো, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা মজবুত করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রিত আয় বৈষম্য তথা টেকসই সামাজিক উন্নয়ন যেন সাধিত হয়।

কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগে যে বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তা মুনাফাকে কেন্দ্র করেই গ্রহণ করা হয়। সুযোগ পেলেই পুঁজিপাতিরা ভোক্তাকে জিম্মি করে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করেলুটে নেয়। এটি মূলত ধনতন্ত্রের চরিত্র। তাই মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এ সকল উপাদান সজীব থাকে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি

ইসলামি অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ লক্ষ্যে ধনীদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে তা দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাকাত, ওশর (শস্যের উপর যাকাত), জিজিয়া (মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তার কর), খারাজ (যুদ্ধে বিজিত ভূমির উপর কর), খুমুস, আশুর, ওয়াক্‌ফ, সাদ্‌কাহ (স্বেচ্ছামূলক দান), দারায়ের প্রভৃতি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা হয় ইসলামি অর্থনীতিতে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক. বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমূহের পার্থক্য চিহ্নিত করুন। খ. বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন কীরূপ—তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

- যে কোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বণ্টনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।
- যে অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেরূপ অর্থব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এরূপ এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই তবে সামাজিক মালিকানা রয়েছে, উৎপাদিত সম্পদ মানুষের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়।
- যে অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। এরূপ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ যৌথভাবে ভূমিকা পালন করে।
- অর্থব্যবস্থা ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায়পরায়নতার স্বার্থে সমাজে সম্পদের দক্ষ বরাদ্দ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়, তাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. 'যাকাত' কোন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য?

(ক) পুঁজিবাদী (খ) সমাজতন্ত্রিক
(গ) মিশ্র (ঘ) ইসলামি

২. 'উৎপাদনের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন' কোন অর্থ ব্যবস্থায়?

(ক) ইসলামি (খ) মিশ্র
(গ) সমাজতান্ত্রিক (ঘ) ধনতান্ত্রিক

৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে—

i. শ্রেণি শোষণ অনুপস্থিত
ii. উপকরণের ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান
iii. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

*** নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

A দেশে বাজার নির্ধারিত দামে ক্রেতা-বিক্রেতারা দ্রব্য-সামগ্রী কেনা-বেচা করেন। অবশ্য সরকার মাঝে মাঝে ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কোনো কোনো দ্রব্যের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করে দেন। অন্যদিকে B দেশে দ্রব্যের দাম নির্ধারণে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৪. A দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

(ক) ধনতান্ত্রিক (খ) মিশ্র
(গ) সমাজতান্ত্রিক (ঘ) ইসলামি

৫. B দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়—

(ক) মুনাফা ও সেবার ভিত্তিতে (খ) সেবার ভিত্তিতে
(গ) মুনাফার লক্ষ্যে (ঘ) ন্যায় বিচার ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

*** নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রহিম সাহেব 'X' দেশের নাগরিক। তিনি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে 'Y' দেশে এসে দেখলেন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তখন রহিম সাহেব বললেন—আমার দেশে সকল প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৬. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি কিরূপ?

(ক) ধনতান্ত্রিক (খ) সমাজতান্ত্রিক
(গ) ইসলামি (ঘ) মিশ্র

৭. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য যথাক্রমে—

i. নিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থা ও স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা
ii. মুদ্রাস্ফীতি অনুপস্থিত অপর দিকে মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি
iii. জনকল্যাণ নিশ্চিত অপরদিকে মুনাফা অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
Economic System in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মিশ্র অর্থব্যবস্থা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভোক্তার সার্বভৌমত্ব, স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র বা বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, এককভাবে কোনটিই নয়। বরং এ দুটো অর্থনীতির কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন—

১. সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের উপস্থিতি বিদ্যমান : সম্পদের মালিকানা, বিনিয়োগ, উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি রয়েছে। জনগুরুত্বপূর্ণ খাতসহ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা খাত; বৃহৎ মৌলিক ও ভারী শিল্পকারখানাসহ গুরুত্বপূর্ণ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সরকারি মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায়-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। তবে একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের উপর সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

২. ভোক্তার সার্বভৌমত্ব : মিশ্র অর্থনীতিতে ভোক্তার পছন্দকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী যেমন উৎপাদন করতে পারে তেমনি ভোক্তা নিজের পছন্দ অনুযায়ী তা ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। সরকার প্রয়োজন অনুসারে কোনো কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা : বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থায় দাম ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় থাকে। এ ব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতির ধারণাকে উৎসাহিত করা হয়। বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে এখানে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে সরকার কখনো কখনো দাম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ধারণাটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো :

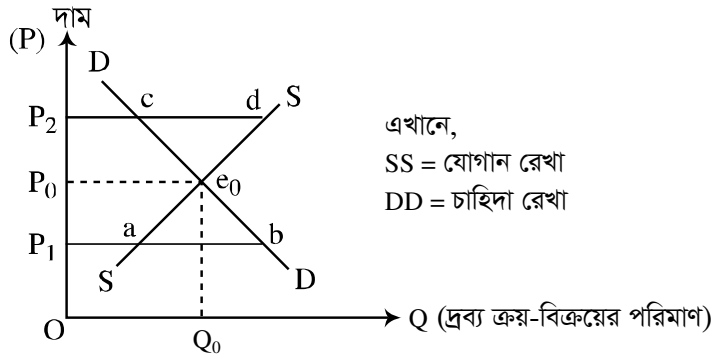

চিত্র : স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা

মিশ্র অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে OP_1 দামে যোগান অপেক্ষা চাহিদা ab পরিমাণ অধিক। ফলে দাম বৃদ্ধি পাবে। OP_2 দামে চাহিদা অপেক্ষা যোগান cd পরিমাণ অধিক। এক্ষেত্রে দাম হ্রাস পাবে। এরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় OP_0 এবং ভারসাম্য পরিমাণ OQ_0। ভারসাম্য দামে চাহিদা ও যোগান সমান হয়।

৪. মুনাফা : প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তি মালিকানা, ব্যক্তি উদ্যোগ বিদ্যমান রয়েছে, তাই মুনাফা অর্জনও এখানে স্বীকৃত। অনেক সময় অতি উৎপাদন এবং অনেক সময় কম উৎপাদনও এখানে সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতিও এখানে রয়েছে।

৫. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন কর্মসূচিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। বাণিজ্যচক্র, কালোবাজারী, মজুদদারী, সিন্ডিকেট বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে কখনো অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে সরকার তা সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

৬. শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় সরকার শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নানারূপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। যেমন— ন্যূনতম মজুরি প্রদান, কাজের সময় নির্ধারণ, শ্রম আদালত, শিল্প-বিরোধ নিস্পত্তিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এখানে সরকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। কাজের বিনিময়ে টাকা/খাদ্য, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, নারী ও শিশু সুরক্ষা তহবিল, পেনশন, গ্রাচুইটি প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

৭. বণ্টনব্যবস্থা : বাংলাদেশে যেহেতু সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত, তাই সমাজে বণ্টনব্যবস্থার দ্বারা সমতা স্থাপন করা যাবে না। জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন এ ব্যবস্থায় নিশ্চিত হবে না।

উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মিশ্র প্রকৃতির।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে যে স্থির দামে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য-সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়, সেরূপ ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীরূপ?

(ক) শুধু সরকারি খাতের উপস্থিতি (খ) শুধু বেসরকারি খাতের উপস্থিতি

(গ) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত দাম ব্যবস্থা (ঘ) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের উপস্থিতি

২. বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় স্বীকৃত—

i. ব্যক্তির স্বাধীনতা

ii. চিন্তার স্বাধীনতা

iii. আয়ের সুষম বণ্টন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা :

পাঠ ১১.১ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক

পাঠ ১১.২ ঃ ১। ঘ ২। খ

পাঠ ১১.৩ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ ৫। খ ৬। খ ৭। ক

পাঠ ১১.৪ ঃ ১। ঘ ২। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

X দেশের নাগরিকরা অত্যন্ত সৎ, নির্ভীক, পরিশ্রমী। কিন্তু Y দেশের নাগরিকরা অত্যন্ত দুর্বল ও অলস প্রকৃতির। X দেশের অনেকের ন্যায় মি. জন অনেক সম্পদশালী হলেও Y দেশের সাধারণ জনগণ, উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সবই অত্যন্ত স্বল্প আয়ের মাধ্যমে দিনাতিপাত করছে।

(ক) জাতীয় সম্পদ কী? ১

(খ) দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় কী জাতীয় আয়ে অন্তর্ভূক্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) X দেশে জাতীয় সম্পদ কীভাবে বণ্টিত হয়? বুঝিয়ে লেখ। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের মধ্যে কোনটিতে উপকরণের প্রাপ্য অংশ কম বা সর্বনিম্ন হারে বণ্টিত হয়? বুঝিয়ে লেখ। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

'A' একটি সম্ভাবনাময় দেশ। সেখানে শিল্প ও সেবাখাতের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেমন— প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, ডাক ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের একটা বড় অংশ সরকার করে থাকেন। পাশাপাশি, প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। অপরদিকে 'B' দেশে সমস্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে সরকারের ভূমিকাই মুখ্য।

(ক) মজুরি কী? ১

(খ) বাংলাদেশের অর্থনীতি 'ধনতান্ত্রিক' অর্থনীতি নয়—বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান—ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে A এবং B দেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কী? তোমার যুক্তি দাও। ৪